স্থাপিত - ১৯৯২

খেয়া

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি — সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক — সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক — সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019
• Vol 08 • Issue 2 • 15 February 2019 • Price Rs. 2.00 •

গানে গল্পে উপহারে আড্ডায় ডিনারে

Re UNION
JAGADBANDHU
• INSTITUTION
24 February 2019

২৪ ফেব্রুয়ারির রবিবার বিকেল ৪টে থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে।

নাম নথিভুক্ত করুন মাত্র 400/- দিয়ে।

সেদিনের অনুষ্ঠান

পতাকা উত্তোলন
সভাপতির ভাষণ
স্কুলের দুঃস্থ ছাত্রদের চেক বিতরণ
স্কাউট পরিবেশিত রিদমেটিকা উইথ ইমপ্রোভাইজড ইনস্ট্রুমেন্ট
আমাদের বার্ষিক খেয়া এবং আমাদের প্রাক্তনী সুকমল ঘোষ ও সুদীপ সরকারের দুটি বইপ্রকাশ
নৃত্যে-পাঠে দেশের বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য - অনুষ্টুপ
সম্পাদকের ভাষণ
দীপক মিত্রের বাংলা গান
বাউল গান (চার বাতুলের মেলা)

সেদিনের খাওয়াদাওয়া -

■ ফিস ফ্রাই ■ কফি
■ মাটন বিরিয়ানি ■ রায়তা
■ চিকেন চাপ ■ বুরানি ■ হট গুলাব জামুন

আমাদের স্কুলের শহিদ বেদিটির নেপথ্যকাহিনি

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে শহিদ বেদিতে মাল্যদান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল। মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এবং বেদিতে মাল্যার্পণ করে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি এই দুই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর - মোহিত রায় এবং দেবব্রত দাসকে।

প্রাক্তনীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১৯৪৬ সালের শহিদ পরিবার থেকে শহিদ দেবব্রত দাসের ভ্রাতৃবধূ গৌরী দাস, ভাই সুব্রত দাসের কন্যা সায়ন্তনী সেন এবং জামাতা অংশুমান সেন। এছাড়া পারিবারিক বন্ধু আহন রহমান চৌধুরীর স্ত্রী লিলি আলি।

অনুষ্ঠান শেষে 'উপেন্দ্রনাথ সভাঘর'-এ বসে পরিবারটির সুখদুঃখের সাথী হয়েছিলাম আমরা। আলোচনায় কখনও গর্বে বুক ভরে উঠেছিল বীর দেবব্রত দাসের জন্য, কখনও নীরবে হৃদয় অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

দেবব্রত দাসের ঠাকুরদা বিপিনচন্দ্র দাস মশাই ছিলেন বড়িশাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। কাকা সুশীল দাস শুধুমাত্র দেশব্রতীই ছিলেন না, দেশের জন্য শহিদও হয়েছিলেন রেঙ্গুনে। সুরেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন দেবব্রতর বাবা। ইনি জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের ইংরেজি গ্রামারের শিক্ষক ছিলেন। দেবব্রত-র দিদি কৃষ্ণা শীলও ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজীবন রাজনৈতিক কর্মী।

দেবব্রত ওরফে বাঘা শিশু বয়স থেকেই ডাকাবুকো। এর বর্ণনায় জগদ্বন্ধুর সুভাষকুমার বোস 'খেয়া' পত্রিকায় লিখেছিলেন ''বাঘা হঠাৎ ... নবেন্দুর পিছন দিক থেকে খপ করে একটা কেউটে সাপের গলা টিপে ধরে সাপটার মাথাটা রাস্তার পাথরের ওপর ঘষে মেরে ফেলল। বাঘার জন্য সেদিন নবেন্দু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।'' এগারো বছর বয়সেই সেই বাঘা দেশের জন্য ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ দেন। প্রাণ বিসর্জনের আগে বলে গেলেন ''দেশের জন্য মরছি, ভয় কী''। ১২ ফেব্রুয়ারির ১৯৪৬এর 'ভারত' পত্রিকার পাতায় প্রকাশ পেয়েছিল এই শিশু শহিদের মৃত্যুর খবর। দাবি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝরা পাতা' উপন্যাসে এ ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

জগদ্বন্ধু স্কুলের সামনের বাগানটিতে দেবব্রত দাসের স্মৃতিস্মারক শহিদ স্তম্ভের নির্মাণও একদিনে হয়নি, ব্রিটিশ পুলিশ বারবার ভেঙে দিয়ে গেছে। তবু প্রতি বছর এই দিনে সকলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণে মিলিত হন। শ্রদ্ধেয় নেতা শিশিরকুমার বোসও এসেছেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তবে যাই হোক, অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবীরা যেভাবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছেন এবং প্রচার পেয়েছেন দেবব্রত দাসের মৃত্যু সেভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়নি। এমনকি অধুনা পূর্ণ দাস রোড সেসময় অঞ্চলের বিপ্লবী-শহিদ দেবব্রত দাসের নামেই তো নামাঙ্কিত হতে পারত। কিন্তু হয়নি - কারণ বোধহয় দেবব্রত-র বাবা স্কুলশিক্ষক সুরেনবাবুর প্রচারবিমুখ এবং আপসহীন মনোভাব। এরকম নানা ক্ষোভ বেদনার কথা সেদিন আমরা শুনলাম গৌরী দাস, সায়ন্তনী এবং লিলি আলির গলায়। তবে দেবব্রত দাসের এই আত্মত্যাগ ও শহিদবেদিটির নেপথ্যকাহিনি পড়ুয়াদের জানানোর জন্য অ্যালমনির তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়।

--- সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

যে প্রাক্তনীরা আমাদের ছেড়ে গেলেন এই কয়েকদিনে

মিহির কুমার রায় (১৯৪৭)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদাসীন হওয়াতে, ১৯৮৫ থেকে বলতে গেলে, ২০০৪ পর্যন্ত, ভাবনা এসেই যেত, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময়ের কাছাকাছি কারা জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তনী আছেন। প্রয়াত পূর্ণেন্দু কুমার বসুর সম্পর্কে আলোচনা প্রথমে এসেই যেত, নানা কারণে, বিশেষ করে রাসবিহারী প্রাংগণে উপস্থিতির জন্য। প্রয়াত আনন্দমোহন ঘোষ বিশিষ্ট পদার্থবিদ, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পদার্থবিদ হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বিভাগে জড়িত থাকতেন। প্রয়াত সীতেশচন্দ্র রায় আরেক প্রাক্তনী, রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিকস বিভাগে ছিলেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক এক প্রাক্তনী মিহির কুমার রায় সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। স্কুলে পড়ার সময় থাকতেন ফার্ণ প্লেসে। সংগীতজ্ঞ সুনীল কুমার রায় আর ভ্রাতা। ওঁর বাড়ীর চারপাশে, একটু দূরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা হতেন অনন্য স্বাভাবিকতায় স্কুলের প্রাক্তনী, এমনকি মিহিরদার ভগ্নীপতি ও তাঁর ভ্রাতা। মিহিরদার সংগে দেখা হলেই, ফলিত গণিত বিভাগ ও পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞান পাশাপাশি বলেই, কথাবার্তা চলতই। সহ-উপাচার্য হিসেবে যা আলোচনা হত, তা অন্য পথে বিবর্তিত হয়েছে বা পরে ফলিত গণিত বিভাগে অধ্যাপনার সময়ে। সোদপুরে বসতির জন্য, হয়ত বালীগঞ্জের দিকে আসতে পারতেন না। তবে স্কুলে শতবর্ষপূর্তি প্রকাশনার সময় প্রায় চাপ সৃষ্টি করে, পাঠানের অনুরোধ সত্ত্বেও এক লেখা তাঁর থেকে জোগাড় করেছিলাম। মোট কথায়, পিতৃদেবের ছাত্র হয়ে, ইংরেজী কেন, গণিত ইত্যাদির পড়ানো সম্পর্কিত আলোচনায়। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ উনি প্রয়াত হলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেলাম।

কনিষ্ক বিশী (১৯৫৫)

কনিষ্ক বিশী বেশ কিছুদিন কষ্ট পেয়ে দেহরক্ষা করল, সম্প্রতি (১২ জানুয়ারি ২০১৯) কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। কনিষ্ক নীচের শ্রেণীতে পড়লেও, তার সংগে ছিল এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তা ত্বরান্বিত হয়েছিল প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের সংগে পিতৃদেবের বিশেষ সম্পর্ক। বিশ্বভারতীর পাঠভবনে কিছুদিন কনিষ্ক পাঠ নিয়েছিল। ইংরেজী আহরণে কনিষ্কের এক বিশেষ আগ্রহ তো ছিলই, তা স্কুল থেকে কি পেয়েছিল, তা সে জানিয়েছিল পিতৃদেবের উপর প্রবন্ধসমূহে। ব্যক্তিগতভাবে, গান্ধীচর্চায় মদত জুগিয়েছিল, লুই ফিশার গান্ধীজীর পুস্তকটি আমার জন্মদিনে এক উপহারে। লেখকের 'নতুন আলোকে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ' বইটির প্রথম প্রকাশনায় ও বক্তব্য গান্ধীবাদীদের সম্মুখে কনিষ্কের উপস্থাপনা স্মরণে এসে যাচ্ছে। লেখকের সর্বভারতীতে থাকাকালীন রতন কুঠির নবায়নে যে উদ্যোগী হয়েছিল, নান্দনিকতায় কোনো বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। তাই পেশাগতভাবে ছিল কনিষ্ক একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; বি.ই. কলেজের প্রাক্তনী। জগদ্বন্ধু ইন্স্টিটিউশনের প্রাক্তনী হওয়াতে, মনে পড়ে যায়, শতবর্ষপূর্তি প্রকাশনায় কনিষ্কের মূল্যবান কথাবার্তা। আমার দুঃসময়ের সহমর্মী ও কনিষ্ককে না স্মরণে অনুক্ত থাকলে, তাঁর আত্মার প্রতি সমীহ অস্ফুট থেকে যাবে।

দিলীপ কুমার সিংহ

ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত (১৯৬৮)

ধ্রুবজ্যোতির সহপাঠী অভিজিৎ রায়চৌধুরী হোয়াটসঅ্যাপে ৭ জানুয়ারির সন্ধ্যায় খবর ইংরেজীতে প্রথম পাঠায় যে ধ্রুব আজ ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ প্রয়াত হয়েছে। বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি, তার ঈর্ষনীয় দোহারা ছোটখাট চেহারায় সুস্থতা আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ধ্রুব আমার পরের বছরে পড়ত, স্কুলের ফার্স্ট বয়। আমার মত ছিল যাদবপুরিয়ান, পরবর্তী যোগাযোগে, বক্তৃতায়, ওর পড়ার বিষয় ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ভাই অমরজ্যোতি ছিল ফার্স্ট বয়, ওর দু বছর পরে, ডাক্তার। বোনকে চিনতাম, যাদবপুরে আমার ভায়ের ছাত্রী। স্কুলে স্কুল নিয়ে তো বটেই, অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা হত। তার কাজের পরিধিতেও। পিকনিকে তার উপস্থিতি মনে পড়ে, এবারও যাবে বলেছিল। ফেসবুকে তার অজস্র ছবি সময়ে সময়ে দেখেছি, আত্মীয়, বন্ধুদের সংগে, অন্যান্য বহু পোস্টে, দৃঢ় মন্তব্যে। ফুটবলে, ক্রিকেটে তার বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। ৩১ ডিসেম্বর সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর আগের দিন পোস্টে তার এই সবাইকে মামুলী শুভেচ্ছা ও সুখে থাকার পাশাপাশি দেখে, রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পোস্টের কথাও। কি রকম শূন্যতা বোধ করছি, কি রকম মনে হচ্ছে আমাদের চেনা লোকেরা দ্রুত চলে যাচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৫৩)

উপরোক্ত তিন জনের প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে যখন শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেব লেখাগুলি প্রকাশে যাচ্ছে তখন অ্যালমনি অফিসে 'খেয়া'র সাম্প্রতিক একটি সংখ্যা আর না পাঠানোর সংবাদ নিয়ে পুত্র হাজির হয়। **১৯৫৩ সালে নরেন্দ্রনাথ দত্তের** প্রয়াণ সংবাদ তার মারফতই পাই। উনি থাকতেন প্রথমত বালীগঞ্জ গার্ডেনসে, পরে ব্যানার্জীপাড়া লেনে চলে যান। অ্যাসোসিয়েশনের বিবিধ কর্মকান্ড ওনার সহপাঠীদের সংগে বেশি করে, তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি।

প্রদীপ ভট্টাচার্য (১৯৬৫)

এরপর খবর পাই **১৯৬৫ সলের ছাত্র প্রদীপ ভট্টাচার্য,** রুবি হাসপাতালের কাছে নিরভ্র আবাসনের কাছে থাকতেন, উর্বী প্রকাশনী'তে যুক্ত ছিলেন, জানালেন প্রতিবেশী স্কুলেরই দেবদত্ত সিংহ।

রাণা মুখার্জি (১৯৬৮)

স্কুলে সরস্বতী পুজোর দিন অনেকে এসেছিলেন, স্কুলেরই এক প্রাক্তন ছাত্র সূর্য কুমার সেন (১৯৬৩) কথা প্রসঙ্গে খবর দিলেন, **রাণা মুখার্জি (১৯৬৮)** কয়েক মাস আগে মুম্বাইতে প্রয়াত হয়েছেন। ভাল খেলোয়াড় ছিল, রাজা মুখার্জির ভাই, মুম্বাইতে দীর্ঘকাল কর্ম ও বাস।

দেবপ্রসন্ন সিংহ

(সব মৃত্যুর খবর আমরা পেয়ে উঠি না। যাঁদের খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদেরটুকুই প্রকাশিত হল।)

রিইউনিয়নে আপনার আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন
অন্তত একটি বিজ্ঞাপন দিন আমাদের স্মারক খেয়ায়

Re UNION

ADVERTISEMENT *RATE:*

Back Cover	*30,000.00*
Inside Front Cover	*15,000.00*
Inside Back Cover	*15,000.00*
Digital Print	*10,000.00*
Spl. Colour Page	*5,000.00*
Full Page	*2,000.00*
Half Page	*1,000.00*
Qtr Page	*800.00*

শ্রদ্ধাঞ্জলি (*homage to your favourite teacher*)
(তোমার প্রিয় শিক্ষকের উদ্দেশে) *1/5th* *400.00*

Banner / Gate *Negotiable*

***Mechanical Data** (size)*

souvenir size :28 X 21.0 cm
Full Page : 24 X 17.0 cm
Half Page :12 X 17.0 cm
Quarter Page : 06 X 08.5 cm

যারা এসে উঠতে পারবেন না
অনলাইন মানি ট্যান্সফার করতে পারেন।
JBI ALUMNI ASSOCIATION Bank - Allahabad Bank, Golpark Branch,
A/c No.-20789414709
IFSC : ALLA0210675
MICR Code : 700010026

*All payments are to be made by A/C payee cheque or Demand Draft drawn in favour of "**JBI ALUMNI ASSOCIATION**"*
Last date for receiving advertisement text and cheque / DD is 15th Feb, 2019

Send your matter in this mailing address:
jbi.alumni1914@gmail.com
or through WhatsApp 8981752100

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ ...

১৪ ফেব্রুয়ারি '১৯
জঙ্গী হামলায়
নিহত ভারতের
বীর সেনানীদের প্রতি
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের
রিইউনিয়ন।
তার সাফল্য কামনা করি
সর্বান্তকরণে।

- সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

মহেন্দ্র লাল দত্ত®

mld®

MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882

47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA-700019

Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550

website: www. mldumbrella.com

Rotary | BE THE INSPIRATION

ROTARY CLUB OF KASBA

রোটারি ক্লাব কসবা-র প্রতিষ্ঠালগ্নে উপস্থিত ছিলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এ কারণে যে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে।

PDG Rtn. Rajani Mukerji
জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রাক্তনী '৬৮

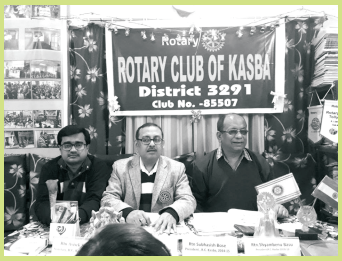

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

গুপ্ত ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্ট এন্ড পার্ক, কলকাতা – ৩৯

০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

(জগদ্বন্ধু প্রাক্তনীর অস্থিজয়)

An Advanced Physiotherapy Unit
with Latest Equipments

TFPC **The Flex Physiotherapy Care**
(We keep you moving)

80, Rajdanga Gold Park, Ground Floor,
Rajdanga Nabapally, Rash Bihari Connector
Kolkata - 107 (Beside Frank ross & ICICI Bank, Rajdanga)

WE TREAT
- LUMBER SPONDYLOSIS
- CERVICAL SPONDYLOSIS
- TENNIS ELBOW
- PLANTAR FASCIITIS
- OSTEOARTHRITIS
- RHEUMATOID ARTHRITIS
- FROZEN SHOULDER
- POST FRACTURE AND SURGERY REHABILITATION
- POST STROKE
- BELL'S PALSY
- KINESIOLOGY TAPING

ELECTROTHERAPY SERVICES
- UST
- IFT
- TENS
- STIMULATION
- LASER THERAPY
- LONG WAVE DIATHERMY
- MOIST HEAT THERAPY
- AUTO TRACTION
- SHORT WAVE DIATHERMY
- WAX BATH

ECG done here

SANDIP SENSARMA (PT) *Physiotherapist & Occupational Therapist*
Emergency Call : 9831 44 5099, 9830 85 5718
Chamber : 9831 11 2340
Whats App No.: 9831 44 5099
Visit Us: http://theflexphysio.com/
https://www.facebook.com/theflexphysiocare

Call Us

We attend house call also.

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Publisher's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.